

তার দৃষ্টিতে

মেয়ে শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিক
যৌন শোষণের চিত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ



UBS Optimus
Foundation



প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিক যৌন শোষণ (CSEC) একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে ব্যাপকভাবে চিহ্নিত এবং স্বীকৃত, যা দারিদ্র, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, শিক্ষা বঞ্চিত, অভিবাসন, অপরাধমূলক কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এ বিষয়ে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলেছে।

বাস্তবতার নিরীখে কার্যক্রম (to support evidence-based responses) গ্রহণ করার জন্য ফ্রিডম ফান্ড এবং পপুলেশন কাউন্সিল শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিক যৌন শোষণের (CSEC) মাত্রা (scale) এবং প্রকৃতি (nature) পরিমাপের জন্যে ঢাকা, বাংলাদেশে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। উক্ত গবেষণার লক্ষ্যে ২০২১ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মার্চ পর্যায় ১৮-২২ বছরের মোট ১,২৪৫ জন যৌনকর্মী যখন তারা পতিতালয় (brothel) এবং রাস্তাভিত্তিক (street-based) যৌনকাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।



বিষয়ের মূল শব্দগুলো (key terms)

বাণিজ্যিক যৌন শোষণ (CSEC) হল ১৭ বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের সাথে অর্থ বা সমমানের সেবার বিনিময়ে যৌন কার্যক্রম। এই যৌন কাজ গুলো ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিত হতে পারে, দূর থেকে রেকর্ড করা কিংবা লাইভ স্ট্রিম বা সরাসরি সম্প্রচার করাও হতে পারে। বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বাংলাদেশ দন্ডবিধি (১৮৬০), মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন (২০১২) এবং এ্যান্টি পর্নোগ্রাফি আইন (২০১৯) এর অধীনে নিষিদ্ধ।

রাস্তাভিত্তিক (street-based) যৌনকাজ রাস্তায় বা অন্য কোন জনবহুল এলাকায় খদ্দেরদের (clients) সাথে দর কষাকষি করে একাজে সম্মত হওয়াকে বুঝায়। এ ধরনের কাজ অন্য স্থানে হতে পারে; যেমন রাস্তার পাশে বা ব্যক্তিগত বাসস্থান বা হোটেলে।

পতিতালয়-ভিত্তিক (brothel-based) যৌন কাজ সাধারণত পতিতালয়ে খদ্দেরদের (clients) সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এধরনের যৌন কাজ পতিতালয়ে হয়ে থাকলেও তা অন্য স্থানেও হতে পারে; যেমন ব্যক্তিগত বাসস্থান, হোটেল।

গবেষণার মূল ফলাফল



গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন (২২%) নারী যৌনকর্মীর বয়স ১৭ বা তার থেকে কম। ঢাকা জেলার বিভিন্ন রাস্তাভিত্তিক (street-based) এলাকা এবং পতিতালয় (brothel) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এর অর্থ হল ঢাকা জেলায় প্রায় ৫,০০০ জন মেয়ে শিশু রাস্তাভিত্তিক (street-based) এবং ঢাকা বিভাগের প্রায় ৭০০ জন মেয়ে শিশু পতিতালয়ে (brothel) যৌন কাজে নিযুক্ত।



৮০% সারভাইভররা বাণিজ্যিক যৌনকাজে সম্পৃক্ততার প্রাথমিক কারণ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৪.৭ বছর

প্রথমবার বাণিজ্যিক যৌন কাজে নিযুক্ত হবার বয়সের গড়।

৪৮%

বাণিজ্যিক যৌন কাজে নিয়োজিত সারভাইভররা একইসাথে শারীরিক, যৌন, আর্থিক এবং মানসিক সহিংসতার শিকার হয়েছে।



২৪%

বলেছেন যে তাদেরকে অবরুদ্ধ এবং বিভিন্ন বধুগনার মধ্যে রাখা হয়েছিল। সহিংসতার শিকার হয়েছে।



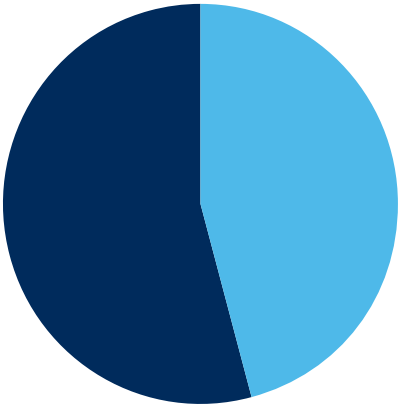
৫৭%

সারভাইভররা যারা বাণিজ্যিক যৌন কাজে নিয়োজিত ছিল তারা অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে।



৩৬%

জীবনের ঝুঁকি ও বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে বাড়ীতে গর্ভপাত ঘটিয়েছে।



৫৪%

পতিতালয়-ভিত্তিক (brothel-based) সারভাইভররা বাণিজ্যিক যৌন কাজে সম্পৃক্তের ক্ষেত্রে তাদের সর্দার, সর্দারনী এবং দালালদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই মানুষ গুলো জবরদস্তি এবং সহিংসতা করেছিল, কিন্তু তারা সাহায্য এবং সহায়তাও প্রদান করেছিল।



৫৯%

সারভাইভররা বলেছেন তাদেরকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বসবাস করতে হয়।



৪৭%

এমন পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল যা তারা করতে রাজি ছিল না।



৩২%

এর পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ ছিল।



সারভাইভররা নাবালক থাকা অবস্থায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে

২৫

জন নিপীড়কের* (perpetrators) সাথে যৌন কাজ করতেন।



পতিতালয়-ভিত্তিক (brothel-based) সারভাইভররা বলেছেন প্রতি সপ্তাহে গড়ে

৪৪

জন নিপীড়কের সাথে যৌন কাজ করেছেন।



রাস্তাভিত্তিক (street-based) সারভাইভররা বলেছেন প্রতি সপ্তাহে গড়ে

১৭

জন নিপীড়কের সাথে যৌন কাজ করেছেন।

*যৌন কাজ এর ক্ষেত্রে এই শব্দটি "ক্লায়েন্ট" বা "খন্দের" হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশ সমূহ

- ১ সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (CSO) এবং CSEC সারভাইভার দলগুলি বাণিজ্যিক যৌন কাজে নিয়োজিত ঝুঁকিতে থাকা শিশু এবং সেইসব ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটি যেখানে তাদের এই কাজে নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সাথে কাজ করার উপর অগ্রাধিকার দিবে এবং সরকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি (CTC), শিশু কল্যাণ বোর্ড (CWB) এবং কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির (CBCPC) সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে।
- ২ সিসেক (CSEC) সারভাইভার এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (CSO) গুলো সারভাইভাদের সার্বিক সহায়তার জন্য আইনের শক্তিশালী প্রয়োগ, সামগ্রিক পুনর্বাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সক্রিয় এডভোকেসি করবে, পাশাপাশি মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি (CTC), শিশু কল্যাণ বোর্ড (CWB) এবং আইনীকাঠামো সক্রিয়করণে কাজ করবে।
- ৩ সিসেক (CSEC) সারভাইভার এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (CSO) গুলো CSEC সারভাইভার এর প্রতি বিদ্যমান সামাজিক নিয়মগুলোকে পরিবর্তন করে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করবে।
- ৪ সিসেক (CSEC) সারভাইভার, যৌনকর্মী সংগঠন, সিএসও (CSO) এবং সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগ নারী যৌনকর্মীদের নিকট গর্ভ নিরোধকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা ও এর সহজলভ্যতা বাড়াতে এর সমন্বিত কর্মকাণ্ডকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।
- ৫ সিসেক (CSEC) সারভাইভার, সিএসও (CSO) এবং সরকারী বিভাগগুলি সমন্বিতভাবে যৌনকর্মীদের পরিবার, নারী যৌনকর্মী, বিশেষ করে মায়েদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে হবে যেন বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের সন্তানদের যৌন কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে না হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার পরিসংখ্যানগত ধারণা প্রদান করার মূল পর্যায়ে ১,২৪৫ জন নারী যৌনকর্মীদের (FSW) নিয়ে পরিচালিত বড় আকারের জরিপের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। এতে ঢাকা জেলার ২০টি হটস্পট জুড়ে ৮৫৩ জন রাস্তাভিত্তিক যৌনকর্মী এবং ঢাকা বিভাগের তিনটি পতিতালয় থেকে ৩৯২ জন পতিতালয় ভিত্তিক যৌনকর্মী রয়েছে।

উত্তরদাতারা সকলেই নারী ছিলেন যাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে এবং গত ১২ মাসে কমপক্ষে একবার বাণিজ্যিক যৌন কাজ করেছেন। নারী যৌনকর্মীদের (FSW) এর সঙ্গে সব কথোপকথন বাংলায় এবং উপযুক্ত নিরাপদ পরিবেশে গোপনীয়তা বজায় রেখে পরিচালিত হয়েছিল। এই গবেষণা প্রকল্পটি বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এবং পপুলেশন কাউন্সিলের নীতিগত পর্যালোচনা বোর্ড (ethical review board) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।



সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন
bit.ly/through-her-eyes